মেলবোর্ণে ‘কথক’ এর ৫ম বর্ষপূর্তি

মেলবোর্ণের একমাত্র আবৃত্তি সংগঠন ‘কথক’ ৫ বছর আগে তার যাত্রা শুরু করে ধীরে ধীরে মেলবোর্ণের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মনে একটা বিশেষ আসন দখল করে নিয়েছে। প্রবাসে বাংলা কবিতা চর্চা সহজসাধ্য কাজ না হলেও, সেই দুঃসাহসিক কর্মকান্ডে কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ‘কথক’ মেলবোর্ণে আজ একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। গত ১৬ই মে, ২০০৯ অ্যাশবার্টন লাইব্রেরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কথকের ৫ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। গ্রাম বাংলার পটভূমি নিয়ে সাজানো অনুষ্ঠান ‘গাঁয়ের পথে’ দর্শক-শ্রোতাদের কিছুক্ষনের জন্য হলেও বাংলার সেই গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে যেখানে সন্ধ্যা হলেই গাঁয়ের আসর থেকে পুঁথি পাঠের সুর ভেসে আসে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পুঁথি পাঠ শ্রোতাদের মনে সেই গ্রাম্য আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ‘দূরের পাল্লা’ আমাদেরকে খাল, নদী-নালা, বিল এবং গাছপালায় ঘেরা সেই দৃশ্যপটে নিয়ে গেছে, যেখানে চোখ বন্ধ করলেই নদীতে নৌকা বাওয়া, মাঝিদের হেঁয়া হো শব্দে গ্রামের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। বিভিন্ন লয়ে এবং মাত্রায় তৈরী করা এই কবিতা আবৃত্তির সংগে তবলা সংগত মেলবোর্ণের সাংস্কৃতিক অংগনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে নতুনত্ব এবং সৃষ্টিশীলতার প্রতি ‘কথক’ তার অঙ্গীকার পূণর্ব্যক্ত করেছে। আবৃত্তির জন্য কবিতা নির্বাচন অনুষ্ঠানের থীমের সংগে সংগতিপূর্ণ ছিল এবং পরিবেশনায় ভিন্নতার কারণে শ্রোতাদের একঘেঁয়েমির অভিযোগ করতে শোনা যায়নি।

অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল গ্রাম বাংলা ভিত্তিক গান পরিবেশনা। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, বাড়ির পাশে আরশী নগর, ওকি গাড়িয়াল ভাই অনুষ্ঠানে বৈচিত্র এনে দিয়েছে। এ অনুষ্ঠানে একটি অন্যতম চমক ছিল শ্রীলঙ্কায় জন্মগ্রহণকারী তবলা বাদক শরৎ কুমারার অংশগ্রহণ। বাংলা কবিতা এবং গানের সংগে তাঁর তবলা সংগত দর্শক-শ্রোতাদের যথেষ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে অনুষ্ঠনের মাঝামাঝি পর্য্যায়ে এসে শরৎ কুমারার অনুষ্ঠানের সংগে সংগতিবিহীন একক তবলা পরিবেশনা অনুষ্ঠানের গতিকে বাধাগ্রস্থ করেছে। তবে তাঁর পরিবেশনার মান অত্যন্ত উঁচু ছিল যা শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে।

উপস্থাপনা একটি অনুষ্ঠানকে সচল রাখতে এবং আকর্ষনীয় করে তুলতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। আমার মনে হয় ‘কথক’ এ বিষয়ের প্রতি অবিচার করেছে। দেখে দেখে পাঠ, অতি নাটকীয়তা এবং কিছু ভূল উচ্চারণ উপস্থাপনার মানকে ক্ষুন্ন করেছে। আবৃত্তি সংগঠন হিসেবে কথকের এ দিকটির প্রতি যথেষ্ঠ মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

সবশেষে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে মিলনায়তন এবং আপ্যায়ন ব্যবস্থাপনায় ‘কথকের’ অমনোযোগীতা দর্শক-শ্রোতাদের মাঝে মাঝেই বিরক্তির উদ্রেক করেছে। ‘কথক’ অতীতে আমাদের সুন্দর অনুষ্ঠানমালা উপহার দিয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে এ দিকগুলোর প্রতি নজর দিয়ে আরো সুন্দর অনুষ্ঠান আমাদের উপহার দেবে - ‘কথকের’ কাছে এটাই প্রত্যাশা।

পাদটীকা: ‘গাঁয়ের পথে’ ‘কথকের’ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ঘোষনা করা হলেও, অনুষ্ঠানের কোন পর্য্যায়েই সংগঠনটির সম্পর্কে কোন আলোকপাত করা হয় নাই, যা একটু অবাক করেছে বৈকি!

উপমা
মেলবোর্ণ, ২রা জুন, ২০০৯